Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৪ এপ্রিল, ২০১৮

৪১ বর্ষ ১৭ সংখ্যা ২৩ এপ্রিল, ২০১৮, সোমবার, ৯ বৈশাখ, ১৪২৫

শোষণমুক্তির পথপ্রদর্শক মহান লেনিন-এর ১৪৯তম জন্মবার্ষিকী পালিত হল জেলা জুড়ে। প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও মিছিল, আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে ২২ এপ্রিল শ্রদ্ধা জানানো হলো সোভিয়েত বিপ্লবের কাণ্ডারী লেনিনকে।

মনোনয়নে রক্তাক্ত বাধা চলছেই

মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশে নির্দিষ্ট পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিলকে কার্যত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাল রাজ্য প্রশাসন ও শাসক দল। বিরোধী দলের দপ্তর ঘিরে রাখা, মনোনয়ন কেন্দ্রের আশপাশে অবরোধ, পথচারী মানুষজনকে হয়রানির একই চিত্র এদিনও দেখা গেল জেলার প্রায় সর্বত্রই মনোনয়ন কেন্দ্রগুলিতে। বড়শুল, জামালপুর, মেমারি থেকে জেলা কেন্দ্র বর্ধমানে একই চিত্র।

সমাজবিরোধী ও পুলিশকে হাতিয়ার করেছে তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৭ এপ্রিল : সমাজবিরোধী ও পুলিশকে হাতিয়ার করে পূর্বস্থলী দখলে নেমেছে তৃণমূল। নির্দিষ্ট খতিয়ান তুলে ধরে নির্বাচন কমিশন সহ বিভিন্ন সরকারি আধিকারিক দপ্তরে মঙ্গলবার অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেন বাম বিধায়ক প্রদীপ সাহা। পূর্বস্থলীর এই বিধায়ক অভিযোগ তুলেছেন সমাজবিরোধীদের দিয়ে বোমাবাজি ও মারধর করে সন্ত্রাস তৈরি করে বাম প্রার্থীদের মনোয়নপত্র প্রত্যাহার করানো হচ্ছে। পাশাপাশি পূর্বস্থলী থানার আই সি-কে দিয়ে বামপ্রার্থীদের থানায় ডাকিয়ে এনে তাদের মিথ্যা মামলার হুমকি দেখিয়ে মনোয়নপত্র প্রত্যাহারের স্বীকৃতিপত্র আদায় করা হচ্ছে। শুধু পুলিশ প্রশাসনই নয়, সাধারণ প্রশাসন উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশ মানছে না। রায় থাকা সত্ত্বেও বিডিও অফিসে নিয়ে গিয়ে বাম প্রার্থীদের মনোয়ন প্রত্যাহার করানো হচ্ছে। উদাহরণ হিসাবে নিমদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের হাটশিউড়ির বাম প্রার্থী মজীবর শেখের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁকে মারধর করে উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশের মধ্যেই বিডিও অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারও করানো হয়। পূর্বস্থলী গ্রাম পঞ্চায়েতের চুপি ও দক্ষিণ কাষ্ঠশালীর মহিলা বাম

—এরপর চারের পাতায়

দ্বাদশবর্ষ রাঢ় বাংলা কবিতা উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২২ এপ্রিল : দ্বাদশবর্ষ রাঢ় বাংলা কবিতা উৎসব সম্পন্ন হল বর্ধমানের জাগরী সভাকক্ষে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি ও পূর্ব বর্ধমান জেলার ৭৭জন কবি পাঠ করলেন স্বরচিত কবিতা। কবিতা পড়েন হিন্দির কবি সুমিতা মাহাতো। এবছর কবিতা উৎসবে সংবর্ধনা জানানো হয় বিশিষ্ট কবি ড. অজয়রঞ্জন বিশ্বাসকে। সাহিত্যিক সুধীর রায় নামাঙ্কিত মঞ্চে এবারে রাঢ় বাংলা কবিতা উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন 'নতুন চিঠি' পত্রিকার সম্পাদক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কবি অরুণ মজুমদার। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক অনুপ মিত্র। প্রাক্তন সাংসদ সুধীর রায়, বিশিষ্ট কবি. ড. অংশুমান কর। উদ্যোক্তা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটি। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কবি বিকাশ বিশ্বাস, তপোময় ঘোষ, কুশল দে প্রমুখ।

বাধা অগ্রাহ্য করেই বক্র সেতুতে ঢালাই

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৬ এপ্রিল : প্রায় তিন কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত সেতুর উপর ঢালাই দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোহার রড দিয়ে নির্মিত কাঠামো বেঁকে যায়। স্থানীয়রা এই কাজে বাধা দিলে দুদিনের মতো ঢালাইয়ের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। স্থানীয়দের দাবি ছিল বেঁকে যাওয়া কাঠামো মেরামত করেই আবার ঢালাইয়ের কাজ শুরু হোক। কিন্তু সে দাবি অগ্রাহ্য করে সেই বক্র কাঠামোর উপরেই সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার ঢালাইয়ের কাজ শেষ করেছে বলে স্থানীয়

বাসিন্দাদের অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে কালনা-১ নং পঞ্চায়েত সমিতির

—এরপর চারের পাতায়

কালনায় জেলা যোগ প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২২ এপ্রিল : কালনা শহরের যোগতীর্থ নামক একটি সংস্থার উদ্যোগে কালনা অম্বিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় বর্ধমান জেলা যোগ প্রতিযোগিতা। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কালনা পৌরসভার পৌরপতি দেবপ্রসাদ বাগ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কালনা পৌরসভার প্রাক্তন পৌরপতি ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামী, অমরেন্দ্র সরকার, প্রকৃতি মুখার্জী, কালনা পৌরসভার বর্তমান ভাইস চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী প্রমুখ। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাড়ে চারশো জন প্রতিযোগী ও প্রতিযোগিনী অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন বিভাগের জয়ী একশো জনকে পুরস্কার ও শংসাপত্র প্রদান করা হয়। কালনা শহরে এই প্রথম জেলা যোগ প্রতিযোগিতায় দর্শকাসন ছিল পরিপূর্ণ।

ধর্ষণে অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে সোচ্চার ছিলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ১৯ এপ্রিল : কাঠুয়া থেকে উন্নাও, গুজরাট, আলিপুরদুয়ার থেকে আউশগ্রামে একের পর এক মহিলা থেকে শিশুদের উপর যে পাশবিক অত্যাচার চলছে তার বিরুদ্ধে এদিন সোচ্চার ছিলেন বর্ধমান শহরের মানুষ। ধর্ষণ ও নির্যাতনে

অভিযুক্তদের অবিলম্বে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে—এই দাবিতে কার্জনগেটের সামনে বিক্ষোভ সভার আয়োজন করে সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, এস.এফ.আই ও ডি.ওয়াই.এফ আই বর্ধমান শহর শাখা। সারা দেশের সাথে পশ্চিমবঙ্গেও একের পর এক ধর্ষণের কাণ্ড ঘটে গেলেও দেশের প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নীরব কেন?

এদিন ধর্ষণ কাণ্ড নিয়ে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের রাজনীতির তীব্র নিন্দা করে বক্তব্য রাখেন পারুল ঘোষ, দীপঙ্কর দে, সুপর্ণা ব্যানার্জী, অনির্বাণ রায়চৌধুরী প্রমুখ।

সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী মঞ্চে মহারাজ ও মৌলানা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৪ এপ্রিল : সাম্প্রদায়িকতা- বিরোধী অন্যতম পীঠস্থান হিসাবে চিহ্নিত হয়ে রইল মন্তেশ্বরের পিয়া গ্রাম। কারণ একই মঞ্চে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে একই সাথে গর্জে উঠলেন মহারাজ ও মৌলানা। শুধু তাই নয়, প্রায় দুই সহস্রাধিক মানুষ এক সাথে পাত পেড়ে খাওয়া দাওয়া করেন। বিগত পাঁচ বছর ধরে প্রতি বাংলা বছরের ২৯ চৈত্র এই গ্রামে পালিত হয় আজমিরের পীর খাজা মঈনুদ্দিন চিস্তির প্রয়াণ দিবস। এই উপলক্ষে এদিন সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী বক্তব্য রাখার আমন্ত্রণ জানানো হয় মাঝেরগ্রাম রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ স্বামী দুর্গানন্দ সরস্বতী ও মৌলানা ওদিদ

সাহেবকে। মহারাজ প্রথমেই বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, স্বামীজি মানুষকে মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তার মানবিক বিকাশ ঘটিয়ে। হিংসা, বিদ্বেষ, আত্মম্ভরিতা, স্বার্থপরতা, শ্লেষকে ভিতর থেকে দূর করে মানুষের মধ্যেকার সুপ্ত মানবিকতা, উদারতা, ভ্রাতৃত্ববোধকে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। এটাই ছিল তাঁর ঈপ্সিত ধর্ম। একইভাবে মৌলানা ওদিদ সাহেব পাক কোরআন ও হাদিসের বিভিন্ন উদ্ধৃতি তুলে ধরে বলেন, ইসলাম ধর্ম শান্তি ও মানবিকতার কথাই বলেছে। কোথাও জঙ্গিপনাকে স্থান দেয়নি। ধর্মের নামে যে বিশ্বজুড়ে জঙ্গিপনা চলছে তা সম্পূর্ণ ইসলাম-বিরোধী, মানবিকতা-বিরোধী। তাই সমস্ত শান্তিকামী ও মানবিকতা প্রেমী মানুষকে একজোট হয়ে এই সাম্প্রদায়িকতার নামে জঙ্গিপনার বিরুদ্ধে লড়তে হবে।

বসুন্ধরা দিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২২ এপ্রিল : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের পক্ষ থেকে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানে বসুন্ধরা দিবস উদ্‌যাপিত হল—পারাজ হিতলাল বাণী মন্দির ও মহড়া গৌরীবালা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বর্ধমান শহর ও দুর্গাপুরের বিধাননগরে প্লাস্টিকমুক্ত পৃথিবীগড়া, বৃক্ষরোপন ও বৃক্ষসংরক্ষণের আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন রামপ্রণয় গাঙ্গুলী, প্রশান্ত মণ্ডল, তপন রায়, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, শ্রীকান্ত চ্যাটার্জী প্রমুখ। এদিন অনুষ্ঠানগুলিতে পরিবেশবান্ধব কৃষির জন্য একটি সমীক্ষাপত্র দেওয়া হয় সমস্ত কৃষকবন্ধুদের।

নতুন চিঠি

২৩ এপ্রিল, ২০১৮

বিভাজন রুখতে হবে

বিকল্প নীতির ভিত্তিতে নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলনে শাসকশ্রেণিকে পরাস্ত করো। সাম্প্রদায়িক বিভাজনের শক্তিকে রোখাই এখন মূল কাজ। বিজেপি হঠাও! আহ্বান জানাল সিপিআই(এম) ২২তম কংগ্রেস। কেন্দ্রে বিজেপি সরকারকে হটাতে সর্বাত্মক সংগ্রামের জন্য দেশবাসীর কাছে আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা। লাল জামা, লাল টুপি আর লাল পতাকায় কয়েক দিন সেজে উঠেছিল হায়দরাবাদ শহর।

দেশের রাজনীতিতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা প্রমাণিত হয়েছে সমগ্র দেশের এবং আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের হায়দরাবাদ শহরে উপস্থিতিতে। আলোচনায় কোন বিষয়গুলি গুরুত্ব পাচ্ছে? নেতৃত্ব কে কি বক্তব্য রাখছেন? কোনও কোন্দল বা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব গড়ে উঠেছে কিনা! সমস্ত কানাকানিকে ধূলিসাৎ করে গানে শ্লোগানে সংগ্রামের কোলাজে উগ্র হিন্দুত্ববাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে মুখরিত জনতার কলরোলের মধ্যে দিয়ে শেষ হয়েছে দলের ২২তম কংগ্রেস।

আর আজকের এই শুভদিনে দুনিয়ার মুক্তিকামী মানুষের দীপ শিখা লেনিন জন্ম দিয়েছিলেন, আজ তাঁর ১৪৯তম জন্মবার্ষিকী। মানব সভ্যতায় এ পর্যন্ত সবচেয়ে সফল বিপ্লবগুলির একটির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন লেনিন। জীবদ্দশায় পশ্চিমের মদতপুষ্ট প্রতিবিপ্লবকে রুখে দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন। কার্ল মার্কসের চিন্তা-চিন্তনের মৌলিক মতবাদের স্রষ্টা স্বয়ং লিখেছেন ৫০,০০০-র বেশি পৃষ্ঠা। তাঁরই আলোকে আলোকিত হয়ে কার্ল মার্কসের চিন্তাধারায় এ পর্যন্ত মিলনের সুরে পথ চলেছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)। আগামী দিনেও ভারতকে নতুন দিশা দেখাতে চায় এই দল এখন শুধু কর্মসূচির অপেক্ষায়।

এদিকে রাজ্য পঞ্চায়েত নির্বাচন কমিশন আজ চার ঘন্টার জন্য মনোনয়ন জমা দেবার সময়সীমা বাড়াবার কথা ঘোষণা করলেও নিরাপত্তার নির্দেশ 'অশ্বত্থমা হত ইতি গজ!' ধরনের দেওয়ায়—যা হবার তাই হয়েছে! পুড়শুড়া, জামালপুর, বারাবনী বর্ধমান উত্তর থেকে দক্ষিণ সর্বত্রই মনোয়ন জমা দিতে যাওয়া প্রার্থীরা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন। 'ধোলাই হবে, পেটাই হবে' এই ধ্বনিতে উন্মত্ত শাসক দলের দুষ্কৃতীরা তাদের ভূমিকা যথারীতি জেলা জুড়ে পালন করেছেন। সংশয় দানা বেঁধেছে তাই পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগামী দিনগুলিতে। বিভাজন রুখতে হবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় দায় এখন জনগণের।

শিক্ষক নেতার জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১৮ এপ্রিল : শিক্ষক আন্দোলনের নেতা সিপিআই(এম) সদস্য মদন ক্ষেত্রপাল (৭৪) আজ দুপুরে তাঁর বাসভবন মেমারির বাঘগোড়িয়া গ্রামে প্রয়াত হয়েছেন। মদন ক্ষেত্রপাল দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন। তিনি ১৯৭৪ সালে সিপিআই(এম)-এর সদস্যপদ লাভ করেন। প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ ও জেলা পরিষদের সদস্যের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি বেশ কিছুদিন জোনাল কমিটি ও লোকাল কমিটির সদস্য ছিলেন। শিক্ষক আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। পরে কৃষক আন্দোলনে যুক্ত হন। তিনি মেমারির শশীনাড়া গ্রামের হাইস্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তিনি নিজে ফুটবল খেলতেন। তাঁর মৃত্যুতে এলাকার মানুষ শোকস্তব্ধ হয়ে পড়েন। সিপিআই(এম) নেতা অভিজিৎ কোঙার, জগন্নাথ গাঙ্গুলী তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক জানিয়েছেন। তিনি অকৃতদার ছিলেন।

বিয়ের মন্ত্র পড়ার আগেই আত্মঘাতী দুই

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা : ১৭ এপ্রিল : আশীর্বাদ ও দিন ধরার কাজও শেষ। কিন্তু বিয়ের মন্ত্র পড়ার সময় আসার আগেই আত্মঘাতী হলেন দুইজন। এর মধ্যে একজন কলেজ ছাত্রী এবং একজন যুবক। মঙ্গলবার ভোরে শম্পার মৃতদেহ তারই শয়নকক্ষে ঝুলতে দেখা যায়। একইভাবে হুগলির গুপ্তিপাড়ার যুবক দীপঙ্কর হালদার (২২)-কে গোয়াল ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায়। দুই পরিবার থেকেই দাবি করা হয় বিয়ের দিন ধরার সময় কেউ বিয়েত আপত্তি জানায়নি।

এক ডজন প্রশ্ন

১. ভারতের লোকসভা কবে গঠিত হয়েছিল?
২. মুর্শিদাবাদ জেলার কবে আত্মপ্রকাশ ঘটে?
৩. প্রখ্যাত আইনজীবী ভবদীশ রায় কবে কোথায় খুন হন?
৪. ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আমেরিকা কবে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করেছিল?
৫. ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে কারা কবে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি দেয়?
৬. কোন সাল থেকে কবে বিশ্ব পৃথিবীদিবস পালনের ডাক দেয় রাষ্ট্রসংঘ? এবছরের থিম কী?
৭. বিশ্ব পুস্তক ও কপিরাইট দিবস কবে পালন করা হয়?
৮. ২৩ এপ্রিল কোন কোন কবি ও সাহিত্যিকের জন্ম হয়েছিল?
৯. ২৩ এপ্রিল কোন কোন সাহিত্যিক ও কবির মৃত্যু হয়?
১০. কোন সাল থেকে বিশ্বপুস্তক ও কপিরাইট দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয় ইউনেস্কো?
১১. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কবে সোভিয়েত লালফৌজ জার্মানির বার্লিনে প্রবেশ করেছিল?
১২. মার্কিন কোন বিজ্ঞানী যিনি পরমাণু বোমা তৈরির কাজে নিযুক্ত ছিলেন।, যিনি জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন? কবে আত্মহত্যা করেন?

(উত্তর শেষের পাতায়)

লেনিন আজও পথনির্দেশক

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

রাশিয়ার সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে মার্কসবাদের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে ইতিহাসের প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধনের রূপকার ছিলেন লেনিন। পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলিতে একদা সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বুর্জোয়া শ্রেণিই গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করে পুঁজিবাদের প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু 'Imperialism—the highest stage of Capitalism গ্রন্থে লেনিন দেখালেন, ক্রমিক কেন্দ্রীভবনের প্রক্রিয়ায় পুঁজি পরিণত হয়েছে একচেটিয়া পুঁজিতে এবং তার আবিশ্ব বিস্তারে লগ্নিপুঁজিই হয়ে উঠেছে আধিপত্যকারী শক্তি। ফলে পুঁজিবাদ উত্তীর্ণ হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের স্তরে। বুর্জোয়া শ্রেণিও তার প্রগতিশীলতা হারিয়ে ফেলেছে। রাশিয়ার মতো একটি দেশে, যেখানে সামন্ততন্ত্র-বিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লবই অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে, সেখানে পিছন ফিরে গণতান্ত্রিক বিপ্লবে নেতৃত্ব দেওয়া বুর্জোয়া শ্রেণির পক্ষে আর সম্ভব নয়। শ্রমিক শ্রেণিকেই সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাই অসাধিত গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করে তবেই তাকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অভিমুখী হতে হবে। ১৯১৭ সালে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে ফেব্রুয়ারির গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও নভেম্বরের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধনের মধ্য দিয়ে লেনিন তাঁর এই তত্ত্বেরই যথার্থতা প্রমাণ করলেন। এইভাবে মার্কসের সঙ্গে লেনিনের চিন্তাধারার সংমিলনে মার্কসবাদ-লেনিনবাদই কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শগত ভিত্তি হয়ে ওঠে।

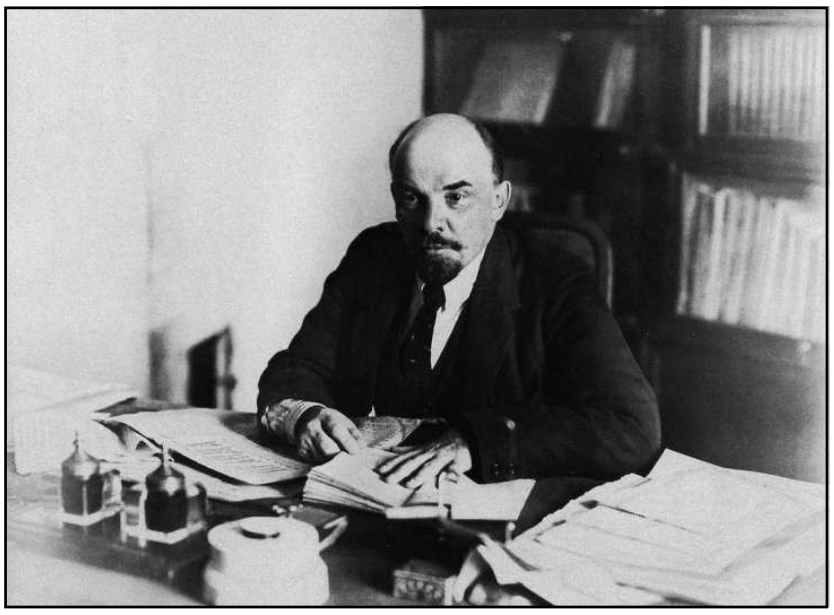

লেনিন কেবলমাত্র একটি বিশেষ দেশের বৈপ্লবিক পরিবর্তনেরই জনক নন, মার্কসবাদের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে আবিশ্ব সমাজ-পরিবর্তনের সংগ্রামেরও পথনির্দেশক। সেই পথেই বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল। ভারতবর্ষেও তার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল। কিন্তু জন্মসূত্রে আরোপিত বর্ণ বা জাতব্যবস্থা (caste system) ও তৎসংলগ্ন অস্পৃশ্যতার অনন্য বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ভারতবর্ষের প্রাক্-ঔপনিবেশিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার মৌলিক চরিত্রই ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন স্বীয় স্বার্থে তাকে জটিল থেকে জটিলতর করে তোলে। জাত-পাতের এই ঐক্যকে শ্রেণি-ঐক্যে উত্তীর্ণ করা যে কত কঠিন, আজও তা প্রতীয়মান। মার্কস ভারতবর্ষের এই অনন্য ব্যবস্থাকে এশীয় ব্যবস্থা (Asiatic System) হিসাবে অভিহিত করে তার বিশদ বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিপ্লবের স্তর নির্ণয়ের কথা বলেছিলেন। এই ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি সম্পর্কে লেনিনের ভাবনার বিষয়টিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯০৮ সালে লিখিত In-flammable material in world politics প্রবন্ধে তিনি এই দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন যে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে শাসনের নামে চলতে থাকা সীমাহীন হিংস্রতা ও লুণ্ঠন অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এশিয়ার কোটি কোটি সর্বহারাকে কঠোর করে তুলবে এবং তা নিশ্চয়ই জয়সূচক হবে। দেশদ্রোহিতার অভিযোগে বাল গঙ্গাধর তিলকের শাস্তি ঘোষণার পর বোম্বাইয়ের রাস্তায় রাস্তায় যে গণবিক্ষোভ আছড়ে পড়েছে তাকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণিও শ্রেণি-সচেতন ও রাজনৈতিক গণসংগ্রাম শুরু করার মতো যথেষ্ট পরিপক্ক হয়ে উঠেছে। লেনিনের নেতৃত্বে ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব যে ভারতীয়দের রাজনৈতিক চেতনাকে অনুপ্রাণিত করেছে ১৯১৮ সালে মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট ও ১৯১৯ সালের ব্রিটিশ গোয়েন্দার সেন্সি কে-র রিপোর্টেও তা উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯১৯ সালে এক সাক্ষাৎকারে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপকে লেনিন স্পষ্ট ভাষায় বলেন, ধর্মের দ্বারা নয়, শ্রেণিসংগ্রাম গড়ে তুলতে পারলে তবেই ভারতবর্ষের মুক্তির পথ ত্বরান্বিত হবে। তিনি মনে করতেন ভারতবর্ষের সমস্যার মূল উৎসটি তার কৃষি-ব্যবস্থায়। ১৯১৯ সালেই লেনিনের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেসে ঔপনিবেশিক দেশে সংগ্রাম সংক্রান্ত দলিলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীদের ভূমিকার বিশেষ উল্লেখ ছিল। লেনিনের এই নীতির অনুসরণেই ১৯২১-এ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আহমেদাবাদ অধিবেশনে কমিউনিস্টরাই প্রথম ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তোলেন। ১৯২০ সালে 'ভারতীয় বিপ্লবী সংঘ'-এর উদ্দেশ্যে এক বার্তায় লেনিন বলেন, রাশিয়ার মেহনতি মানুষ ভারতীয় শ্রমিক ও কৃষকদের এই জাগরণের দিকে উৎসাহভরে তাকিয়ে আছে। মুসলিম ও অ-মুসলিম জনতার ঘনিষ্ঠ মৈত্রীকে স্বাগত জানিয়ে তিনি প্রাচ্যের সমস্ত সংগ্রামী মেহনতি মানুষের মধ্যে তা প্রসারিত হোক এই আন্তরিক কামনার কথা জানান। ১৯২১ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তৃতীয় কংগ্রেসে ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল-এ জালিয়ানওয়ালাবাগ গণহত্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, একদিকে কারখানা ও রেলপথ বিস্তারের কারণে সর্বহারা শ্রেণির সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে ব্রিটিশদের নিষ্ঠুর সন্ত্রাসের মাধ্যমে ব্যাপক গণহত্যা, গণপ্রহার—এই দুটি কারণেই ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষ বৈপ্লবিক পরিস্থিতি আনুপাতিক হারে ত্বরান্বিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিকের চতুর্থ কংগ্রেসে মানবেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে, নলিনী গুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু ও চিত্তরঞ্জন দাস—এই চারজনকে লেনিন আমন্ত্রণ জানান। কমিউনিস্টরা ছাড়াও গান্ধীজি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকমান্য তিলক, সুভাষচন্দ্র বসু, জওহরলাল নেহরু, মেঘনাদ সাহা, ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত, জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রমুখ ভারতীয় মনীষীরাও তাঁদের নানা বক্তব্যে ও লেখায় লেনিনের বিপ্লবী অবদানকে অকুণ্ঠ স্বীকৃত জানিয়েছেন।

১৯৩০ সালের ২১ জানুয়ারি লেনিনের মৃত্যু দিবসে লাহোর-ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত বিপ্লবী ভগৎ সিং তাঁর সহযোদ্ধা রাজগুরু, শুকদেব, বটুকেশ্বর দত্ত লাল স্কার্ফ পরে আদালতকক্ষে প্রবেশ করেন এবং বিচারকের আসন গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে শ্লোগান দিতে থাকেন— সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক, লেনিনের নাম কখনোই মুছে যাবে না ইত্যাদি। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে প্রেরণের জন্য একটি বার্তা তাঁরা আদালতের হাতে তুলে দেন যাতে লেখা ছিল—এই লেনিন দিবসে আমরা হার্দিক অভিনন্দন জানাই তাঁদের যাঁরা লেনিনের আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কোনো-না-কোনো ভাবে কাজ করে চলেছেন।

ভারতের ক্ষেত্রে লেনিনবাদের বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা এইখানে যে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ও তার দ্বারা লালিত সমাজতন্ত্রের সঙ্গে আপোস এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সমঝোতা করে চলার ফলে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি তার গণতান্ত্রিক বিপ্লব সাধনের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। তার পক্ষে সে দায়িত্ব পালন আর সম্ভবও নয়। ফলে লেনিন-প্রদর্শিত পথের অনুসরণে এখানেও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আশু লক্ষ্য সমাধা করে তবেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের সংগ্রাম নেতৃত্ব দেবার দায়িত্ব পালন করতে হবে শ্রমিকশ্রেণি ও তার অগ্রবাহিনী হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টিকেই।

লেনিন-প্রদর্শিত পথ ও পদ্ধতির অনুসরণে বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পরেও মূলত তার সঠিক পরিচালনার ক্ষেত্রে বিপ্লবী সংগ্রামের অগ্রবাহিনী কমিউনিস্ট পার্টির ক্রমিক ব্যর্থতার কারণেই লেনিন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত রাশিয়া সহ অন্যান্য অনেক দেশেই সমাজতন্ত্রের পতন ঘটেছে। তার প্রতিকূল প্রভাব সারা বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলনের উপরেই পড়েছে। ভারতও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু প্রয়োগ-সিদ্ধ সত্য তথা লেনিন-প্রদর্শিত পথে মার্কসবাদের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজ-পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক অন্বেষাকে এই সাময়িক বিপর্যয় পরাস্ত করতে পারবে না। প্রত্যেক দেশের কমিউনিস্ট পার্টিকেই তাই ঐতিহাসিক পর্যালোচনা ও লেনিন-কথিত 'বাস্তব পরিস্থিতির বাস্তব বিশ্লেষণ'-এর মাধ্যমে সমাজ-পরিবর্তনের সঠিক পথ ও পদ্ধতি নির্ণয় এবং তদনুযায়ী নিজেকে গড়ে তোলা ও শোষিত জনগণের সঙ্গে একাত্ম নেতৃত্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার গুরু দায়িত্ব পালন করতে হবে।

সমাজতান্ত্রিক জনস্বাস্থ্য চেতনার জনক লেনিন

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট :

১৯১৪ সালের ২৮ জুলাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরু। জারতন্ত্র এই 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধে' অংশগ্রহণ করে সমগ্র রাশিয়াকে ভৌগোলিক অবলুপ্তির মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। নভেম্বর বিপ্লব (২৫ অক্টোবর ১৯১৭, পরবর্তীকালের আন্তর্জাতিক সময়পঞ্জী অনুসারে ৭ নভেম্বর ১৯১৭) রাশিয়ার শাসনক্ষমতা থেকে জারতন্ত্রকে উৎখাত করে। রাশিয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে, ফলে ৪ বছর তিন মাস দু'সপ্তাহ ব্যাপী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে ১১ নভেম্বর ১৯১৮।

১৮৭০ সালের ২২ এপ্রিল (ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ) লেনিন জন্মগ্রহণ করেন। রাশিয়ার মহানদী ভোলগার ব-দ্বীপে 'লেনা' শাখানদীর বুকে অবস্থিত সিমবিস্ক (বর্তমানে উলিয়ানোভস্ক) শহরে। 'লেনা'র তীরে জন্ম বলেই তাকে 'লেনিন' নামে ডাকা হতো, এই হচ্ছে ঐতিহাসিকদের মতামত। পিতা, ইলিয়া নিকোলায়েভিচ উলিয়ানভ অভাব-অনটনের সাথে লড়াই করে অধ্যবসায় ও মেধার জোরে ক্রমে মাধ্যমিক শিক্ষক, স্কুল পরিদর্শক ও সিমবিস্ক স্কুল পরিচালক হয়ে ওঠেন। সেকালের পক্ষে তিনি ছিলেন প্রগতিশীল মানুষ এবং জনশিক্ষার প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

মা, মারিয়া আলেক্সন্দ্রভনার জন্ম ও শিক্ষালাভ ডাক্তার পরিবারে। মা সাহিত্য, সঙ্গীত ও বিদেশি ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বুদ্ধিমতী ও শান্ত এই মহিলা তাঁর ছ'টি সন্তান—আন্না, আলেক্সান্দর, ভ্লাদিমির (লেনিন), ওলগা, দ্‌মিত্রি এবং মারিয়াকে বহুমুখী শিক্ষা দিয়েছিলেন। লেনিনের পিতা তাঁর সন্তানদের পরিশ্রমী, সৎ, বিনয়ী ও জনগণের অভাব-অভিযোগের প্রতি সজাগ করে গড়ে তুলতে শিক্ষা দিতেন। কাজেই উলিয়ানভদের ছ'টি সন্তানই যে বিপ্লবী হয়ে ওঠে সেটা অকারণে নয়।

১৮৮৬ সালের ২৪ জানুয়ারি লেনিনের পিতার মৃত্যু হয়। সুতরাং ১৬ বছর বয়সে লেনিন পিতৃহারা এক হালভাঙা জাহাজের নাবিক। কথায় বলে 'বিপদ কখনো একা আসে না'। ১৮৮৭ সালের ১৩ মার্চ লেনিনের দাদা জার হত্যা পরিকল্পনায় সামিল হওয়ার অপরাধে গ্রেফতার হন এবং ২০ মে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। অন্য কেউ হলে পারিবারিক এই বিধ্বংসী ঝড়ের মুখে খড়-কুটোর মতো উড়ে যেত।

কিন্তু তিনি লেনিন এবং অন্য ধাতুতে গড়া। কাজেই ২২ জুন, ওই ১৮৮৭ সালেই সিমবিস্ক জিমনেসিয়াম থেকে স্বর্ণপদক জিতে লেনিন স্নাতক হন। উলিয়ানভ পরিবার এর অব্যবহিত পরেই কাজান চলে যায়। লেনিন ২৫ আগস্ট কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। সেপ্টেম্বর-নভেম্বরে একটি বিপ্লবী সংগঠনে যোগ দেন এবং ১৭ ডিসেম্বর এই অপরাধে গ্রেফতার হন। ১৯ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত এবং কোকুশকিনো গ্রামে পুলিশি নজরদারিতে নির্বাসিত।

বিস্তারিত জীবনপঞ্জী বিধৃত করতে গেলে আর এক মহাভারত রচিত হবে। কিন্তু আঘাত, ঘাত-প্রতিঘাত, জারদের অত্যাচার, কারাবাস, নির্বাসন লেনিনকে লোহা থেকে ক্রমশ ইস্পাতে রূপান্তরিত করেছে। সুতরাং ১৯২৪ সালের ২১ জানুয়ারি, মাত্র ৫৪ বছর বয়সে তিনি মারা যাবার কালে 'জগতে শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী'র শিরোপা তার মাথায়।

লেনিন বলশেভিক দল গড়েছিলেন, সোভিয়েত বিপ্লবের কর্ণধার ছিলেন, ছিলেন কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের প্রতিষ্ঠাতা এবং দুনিয়ার সাম্যবাদী আন্দোলনের পথপ্রদর্শক।

তীব্র কশাঘাত :

প্রভদা পত্রিকায় লেনিন একটি ছোট প্রবন্ধে 'একটি আবিষ্কার' শিরোনামে ১৯১৩ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লেখেন।

"ডাঃ কোজালভস্কি একটি জেলায় পরিদর্শনে গিয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলেছেন যে শ্রমিক-ব্যারাকে ৩৫৭৮ জন শ্রমিক ২৫১টি কামরায় অসম্ভব অবর্ণনীয়, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছে। মাঝে মাঝে বুর্জোয়ারা আবিষ্কার করে যে গরিব মানুষেরা খুব কষ্টের মধ্যে থাকে। তারপর একটি রিপোর্ট তৈরি করে খবরের কাগজে ছাপিয়ে ঘটনাগুলিকে বেমালম ভুলে যায়। শ্রমিকেরা অসুখ-বিসুখে মারা যায়। পেটের দায়ে ওই শূন্যস্থান পূরণ করে নতুন শ্রমিকেরা এবং তারাও ওই পূতিগন্ধময় পরিবেশে তিলে তিলে মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলে।"।

কর্মসূচি :

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে, জার সাম্রাজ্যের শাসনকালে, কলেরা, টাইফাস, ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ সংক্রমণ ও মহামারী কয়েক লক্ষ মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়েছে।

১৯১৭-১৯২০ যে ঘটনাগুলি সোভিয়েত রাশিয়াতে প্রতি-বিপ্লবের বীজ বুনতে উদ্যত হয়েছিল তার উল্লেখ দরকার—

১) সাম্রাজ্যবাদীরা আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত রাশিয়াকে একঘরে করে দেয়।

২) দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের যাতে মুখে খাবার না ওঠে, তার জন্য কেউ সোভিয়েত রাশিয়াকে খাবার বিক্রি করছে না।

৩) এমনকি মহামারী-পীড়িত মানুষদের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধও কেউ বিক্রি করছে না।

লেনিন যে কর্মসূচি রচনা করলেন এবং তার রূপায়ণে যে পদক্ষেপ নিলেন তা আজ চিকিৎসাবিজ্ঞানে সোনার অক্ষরে লিপিবদ্ধ।

১) 'হেলথ কমিশরিয়েট' তৈরি হল, যা দেশের প্রতিটি মানুষের কাছে চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্যের সব আধুনিক সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেবে।

২) স্থানীয়ভাবে চিকিৎসক, লাল-ফৌজ এবং সমস্ত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হবার ডাক দিলেন

৩) টীকাকরণ অভিযান শুরু হল। ১৯১৯ সালে পেট্রোগ্রাদ, যেখানে মাসে ৮০০টি গুটিবসন্তের ঘটনা নজরে আসছিল, সেই শহরে টীকাকরণ শুরুর পরের মাসে সংখ্যাটা ৭-এ নেমে যায়।

৪) স্বাস্থ্য-শিক্ষা কর্মসূচির উপযোগী করে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৩৮ লক্ষ লাল-ফৌজকে ব্যবহার করার কাজ শুরু হল।

৫) সর্বহারাদের আহ্বান জানানো হল যে এক সুস্থ জীবনের ও কাজের পরিবেশে বাস করার লক্ষ্যে সংক্রামক রোগ ও মহামারীর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী লড়াই শুরু হোক।

৬) যুদ্ধ মানসিক ক্ষয়ক্ষতি সৃষ্টি করে অপরিসীম। কাজেই শারীরিক চিকিৎসার পাশে মানসিক চিকিৎসার প্রতিও সমান নজর দেওয়া হবে। পৃথিবীর অপর কোনো দেশ তখন মানসিক চিকিৎসার কথা ভাবতেও পারেনি।

সমাজতান্ত্রিক জনস্বাস্থ্য :

কল্যাণকামী কোনো রাষ্ট্র যখন দেশের প্রতিটি মানুষের সুখ স্বচ্ছন্দে থাকার দায়িত্ব নেয়, যাবতীয় অসাম্য দূর করার লক্ষ্যে সমদর্শী হয়ে ওঠে, তার মধ্যে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত হয় চিকিৎসা-পরিষেবা এবং জনস্বাস্থ্যের চরিত্র।

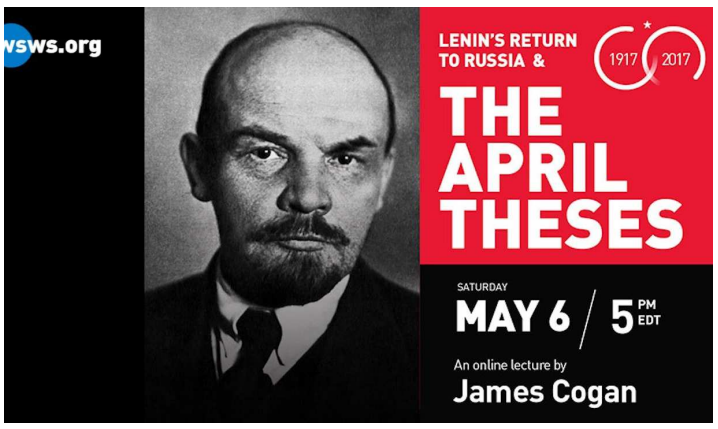

লেনিন মনে করেছেন, "Diseases and war are better avoided than fought out" অর্থাৎ রোগপ্রতিরোধমূলক জনস্বাস্থ্যের প্রাথমিক রূপরেখা। পরবর্তীকালে যা প্রতিধ্বনিত হয়েছে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে। 'Prevention is better than cure'। লেনিন ছিলেন সর্বত্রগামী। তাকে অস্বীকার করলে, চিকিৎসা-বিজ্ঞান তার গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসকেও অবজ্ঞা করবে।

নীলাঞ্জন মিশ্র অনুদিত পাবলো নেরুদার একটি কবিতায় উপসংহারে জানাই—

"তোমাকে ধন্যবাদ লেনিন
তোমার শিক্ষা আর প্রাণশক্তিকে
তোমার দৃঢ়তাকে ধন্যবাদ
....
ধন্যবাদ লেনিন—
বুকে আজও আশা জেগে আছে।

বধূহত্যার দায়ে গ্রেপ্তার হল স্বামী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৬ এপ্রিল : বাড়িতে হত্যার পর হাসপাতালে স্ত্রীর মৃতদেহ পৌঁছে গা-ঢাকা দেওয়া স্বামী দুদিনের মধ্যে গ্রেপ্তার হল। ধৃত সঞ্জিত পোদ্দারকে বিচারক চার দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। কালনার চারাবাগান এলাকার সঞ্জিত পোদ্দারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে গত ১৩ এপ্রিল নিজের স্ত্রী মিতালিকে হত্যা করার পর রাত্রিবেলা মৃতদেহ হাসপাতালে নিয়ে যায়। তারপর থেকেই সে গা-ঢাকা দেয়। ১৬ এপ্রিল গভীর রাতে তার এক গোপন ডেরায় হানা দিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে কালনা থানার পুলিশ। বাকি অভিযুক্তদেরও গ্রেপ্তারের জন্য তল্লাশি জারি আছে। এদিন অভিযুক্ত সঞ্জিত পোদ্দার আদালত চত্বরে জানায়, ওই দিন রাত্রে বাড়ি ফিরে দেখি মিতালি ঘরে ঝুলছে। আমি ওকে হত্যা করিনি। বন্ধুদের পরামর্শেই আমার স্ত্রীর মৃতদেহ হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে গা-ঢাকা দিই। তার শিশুটি মায়ের কাছে আছে বলেও জানায়। তবে তারা কোথায় আছে তা জানে না বলে জানায়।

লেনিন : সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি

১৮৭০ : ১০ এপ্রিল (নতুন পদ্ধতিতে ২২ এপ্রিল) ভ্লাদিমির ইলিচ উইলয়ানভ (লেনিন) সিমবির্স্ক-এ (বর্তমানে উলিয়ানোভস্ক) জন্মগ্রহণ করেন।

১৮৭৯ : ১৬ এপ্রিল (২৮) : সিমবির্স্ক ক্লাসিকাল জিমনেসিয়ামে লেনিনের প্রবেশ।

১৮৮৬ : ১২ জানুয়ারি (২৪) : লেনিনের পিতা ইলিয়া নিকোলায়েভিচ উলিয়ানভের মৃত্যু।

১৮৮৭ : ১ মার্চ (১৩) : জার তৃতীয় আলেক্সান্ডার-এর হত্যার পরিকল্পনায় সামিল হওয়ার জন্য লেনিনের দাদা আলেক্সান্ডার ইলিচ উলিয়ানভ গ্রেফতার হন।
৮ মে (২০) : এই হত্যার পরিকল্পনা আলেক্সান্ডার ইলিচ উলিয়ানভ এবং তাঁর সঙ্গীদের প্রাণদণ্ডে মৃত্যু।
১০ জন (২২) : উলিয়ানভ পরিবার কাজান চলে যায়।
১৩ আগস্ট (২৫) : কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে লেনিনের প্রবেশ।
সেপ্টেম্বর-নভেম্বর : কাজানে ছাত্রদের একটি বিপ্লবী সংগঠনে লেনিনের যোগদান।
৫ ডিসেম্বর (১৭) : বিপ্লবী ছাত্র আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য লেনিন গ্রেফতার হন।
৭ ডিসেম্বর (১৯) : কাজান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত এবং কোকুশকিনো গ্রামে পুলিশের গোপন নজরদারিতে নির্বাসিত।

১৮৮৮ : ২৩ সেপ্টেম্বর (৫ অক্টোবর) : পুলিশ বিভাগ কর্তৃক লেনিনের বিদেশে 'পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া'-র অনুমতি খারিজ।
অক্টোবরের শুরু : কোকুশনিকো গ্রাম থেকে কাজানে ফিরে আসার অনুমতি পান লেনিন। সেখানে উলিয়ানভ পরিবার স্থায়ীভাবে বসবাস করছিলেন।
শরৎকাল : লেনিন কার্ল মার্কসের 'ক্যাপিটাল' অধ্যয়ন করেন এবং এন ওয়াই ফেদেসেয়েভ দ্বারা পরিচালিত একটি মার্কসীয় পাঠচক্রে যোগদান করেন।

১৮৮৯ : ১৩ জুলাই (২৫) : এন ওয়াই ফেদেসেয়েভ পরিচালিত মার্কসীয় পাঠচক্রের সদস্যরা কাজানে গ্রেফতার হন।
১১ অক্টোবর (২৩) : লেনিন সামারাতে যান।
১৮৮৯-এর শেষ : সামরাতে লেনিন মার্কস-এঙ্গেলসের উপর পড়াশোনা চালিয়ে যান। 'দ্য ম্যানিফেস্টো অফ দি কমুনিস্ট পার্টি' অনুবাদ করেন। এই সময় তিনি এ পি স্কেইরিয়ানকো-র সঙ্গে পরিচিত হন এবং সামারার যুবকদের মধ্যে মার্কসীয় মতবাদ প্রচারে নিজেকে যুক্ত করেন।

১৮৯০ : ১৭ মে (২৯) : বহিরাগত ছাত্র হিসেবে সেন্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য লেনিন অনুমতি পান।
আগস্টের শেষ (স্পেটম্বরের শুরু) : সেন্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য লেনিন প্রথমবার সেন্ট পিটার্সবার্গ যান।

১৮৯১ : ১৬ সেপ্টেম্বর-৯ নভেম্বর (২৮ সেপ্টেম্বর০২১ নভেম্বর) সেন্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সমাপ্ত হয়।
১২ নভেম্বর (২৪) : লেনিন সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে সামরায় ফিরে আসেন।

১৮৯২ : ২৩ জুলাই (৪ আগস্ট) : আইন চর্চার লাইসেন্স অর্জন।

১৮৯৩ : লেনিনকে কেন্দ্র করে সামরায় প্রথম মার্কসবাদী চক্রের প্রতিষ্ঠা হয়।
৩১ আগস্ট (১২ সেপ্টেম্বর) : সেন্ট পিটার্সবার্গের উদ্দেশ্যে রওনা হন লেনিন।

১৮৯৪ : জানুয়ারি (জানুয়ারি) : শীতের ছুটি কাটাতে লেনিনের মস্কোয় আগমন। মস্কোয় মার্কসবাদীদের নিয়ে গোপন বৈঠকে নারদবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা।
ডিসেম্বরের শেষ : সেমিয়াননিকভ কারখানার শ্রমিক বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে লেনিনের ইস্তেহার।

১৮৯৫ : ইউরোপ পৌঁছে ইউরোপীয় এবং নির্বাসিত রুশীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ।
শরৎকাল : লেনিনের নেতৃত্বে সেন্ট পিটার্সবার্গে 'শ্রমিক মুক্ত সংঘ'-র প্রতিষ্ঠা।
৮ ডিসেম্বর (২০) বেআইন সংবাদপত্র 'রাবোচেয়ে দেলো' প্রকাশের পরিকল্পনা, কিন্তু সেন্ট পিটার্সবার্গে গ্রেফতার হয়ে যান।

১৮৯৬ : পুরো বছর ধরেই ভ্লাদিমির ইলিচকে জেলে আটকে রাখা হয়।

১৮৯৭ : ২৯ জানুয়ারি (২০ ফেব্রুয়ারি) : সাইবেরিয়ার শুশেনস্কোয়েতে ভ্লাদিমির ইলিচ নির্বাসিত হন।

১৮৯৮ : মার্চ : মিন্সক-এ 'রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক লেবর পার্টি (RSDLP)-র প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়।
১০ জুলাই (২২) ; নাদেজদা কনস্টান্টিনোভনা ক্রুপস্কায়ার সঙ্গে ভ্লাদিমির ইলিচের বিবাহ হয়।

১৮৯৯ : ২৪-৩১ মার্চ (৫-১২ এপ্রিল) : ভ্লাদিমির ইলিচের বই 'The development of Capitalism in Russia'-র প্রকাশ।

১৯০০ : ২৯ জানুয়ারি (১০ ফেব্রুয়ারি) সাইবেরিয়ায় নির্বাসনের মেয়াদ সমাপ্ত হয়। লেনিন পসকোভ-এ থাকতে শুরু করেন।
১৬ জুলাই (২৯) : প্রকাশনা সংক্রান্ত কার্যকলাপ শুরু করার জন্য রাশিয়া থেকে ইউরোপের উদ্দেশ্যে লেনিনের যাত্রা। সেপ্টেম্বর মাস থেকে মিউনিখ-এ স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু।
১১ ডিসেম্বর (২৪) : লেনিনের সম্পাদনায় 'ইস্ক্রা'-র প্রথম সংখ্যার প্রকাশ।

১৯০১ : মে (মে) : উফাতে নির্বাসন কাটানোর পর বিদেশে ভ্লাদিমির ইলিচের সঙ্গে ক্রুপস্কায়ার পুনর্মিলন।

১৯০২ : মার্চ (মার্চ) : লেনিনের বিখ্যাত লেখা 'What is to be done'-র প্রকাশ।
এপ্রিল (এপ্রিল) : লন্ডন থেকে 'ইস্ক্রা' প্রকাশের উদ্দেশ্যে লেনিন ও ক্রুপস্কায়ার লন্ডন যাত্রা।

১৯০৩ : এপ্রিল (এপ্রিল) : জেনেভায় 'ইস্ক্রা'র প্রকাশনা স্থানান্তরিত। লেনিন ও ক্রুপস্কায়ার জেনেভায় আগমন।
১৭ জুলাই-১০ আগস্ট (৩০ জুলাই - ২৩ আগস্ট) RSDLP-র দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। পার্টি 'বলশেভিক' ও 'মেনসেভিক' এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়। 'ইস্ক্রা' থেকে লেনিন পদত্যাগ করেন।

১৯০৪ : ৬ মে (১৯) : পার্টির অভ্যন্তরীণ সংকট বিশ্লেষণ করে লেনিন 'এক পা আগে, দু'পা পিছে' রচনা করেন।
২৯ নভেম্বর (১২ ডিসেম্বর) : লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকদের বৈঠক।

—এরপর চারের পাতায়

লেনিন : সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি

—তৃতীয় পাতার পর

নতুন পত্রিকা 'ভাইপেরড' প্রকাশের সিদ্ধান্ত হয়।

১৯০৫ : জানুয়ারি (জানুয়ারি) : জেনেভা থেকে লেনিনের সম্পাদনায় 'ভাইপেরড' (Vyperod) প্রকাশনা শুরু।

৯ জানুয়ারি (২২) : সেন্ট পিটার্সবার্গে রক্তাক্ত রবিবার। ১৯০৫-এর বিপ্লবের সূত্রপাত।

১২-১৭ এপ্লি (২৫ এপ্রিল-১০ মে) : RSDLP-র কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। মেনশেভিকরা অংশগ্রহণ করেননি।

জুন-জুলাই (জুন-জুলাই) : Two Tactics of Social Democracy in the Democratic Revolution' রচনা করেন লেনিন।

নভেম্বর (নভেম্বর) : সরকার রাজনৈতিক আসামী এবং নির্বাসিতদের ক্ষমা করলে লেনিন সেন্ট পিটার্সবার্গে ফিরে আসেন।

১৯০৬ : ১০-২৫ এপ্রিল (২৩ এপ্রিল-৮ মে) RSDLP-র চতুর্থ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। মেনশেভিকরা অংশগ্রহণ করেন। লেনিন পরিচালক সমিতিতে নির্বাচিত হন।

১৯০৭ : জানুয়ারি (জানুয়ারি) : নিরাপত্তার কারণে লেনিন ফিনল্যান্ড যান।

আগস্ট (আগস্ট) : সোস্যালিস্ট ইন্টারন্যাশনাল-এর স্টুটগার্ড কংগ্রেস। লেনিনের অংশগ্রহণ।

১৯০৮ : ৭ জানুয়ারি (২০) : লেনিনের জেনেভায় স্থায়ী বসবাস।

অক্টোবর (অক্টোবর) : বিখ্যাত দার্শনিক রচনা 'মেটোরিয়ালিজম অ্যান্ড এম্পিরিও-ক্রিটিসিজম' সমাপ্ত করেন লেনিন।

নভেম্বর (ডিসেম্বর) : লেনিন প্যারিস রওনা হন।

২১-২৭ ডিসেম্বর (৩-৯ জানুয়ারি, ১৯০৯) RSDLP-র পঞ্চম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। লেনিন পুনরায় পরিচালক সমিতিতে নির্বাচিত হন।

১৯০৯ : বসন্ত (বসন্ত) : ইতালিতে ম্যাক্সিম গোর্কির সঙ্গে সাক্ষাৎ।

১৯১০ : আগস্ট (আগস্ট) : দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের কোপেনহেগেন সম্মেলনে লেনিনের অংশগ্রহণ।

১৯১১ : গ্রীষ্ম (গ্রীষ্ম) : প্যারিসের কাছে পার্টি স্কুল পরিচালনা।

১৯১২ : ৫-১৭ জানুয়ারি (১৮-৩০) : প্রাগ সম্মেলন। বলশেভিকরা নিজেদের কার্যত একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন।

এপ্রিল (এপ্রিল) : রাশিয়ার 'প্রাভদা'-র প্রথম সংস্করণ প্রকাশ।

১৯১৩ : ধারাবাহিকভাবে 'প্রাভদা'য় রচনা প্রকাশ।

মার্চ-এপ্রিল (মার্চ-এপ্রিল) : লেনিনের ক্র্যাকওয়েতে বসবাস।

১৯১৪ : ১৮ জুলাই (১ আগস্ট) : রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে জার্মানি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরু।

আগস্ট (আগস্ট) : লেনিন রাশিয়া ছাড়তে বাধ্য হন। দেশান্তরিত হয়ে সুইজারল্যান্ডের বার্ন-এ লেনিন আশ্রয় নেন।

১৯১৫ : ২৩-২৬ আগস্ট (৫-৮ সেপ্টেম্বর) : যুদ্ধবিরোধী সমাজতন্ত্রীদের জিমারওয়ালড সম্মেলন। লেনিনের অংশগ্রহণ।

১৯১৬ : জানুয়ারি-জুন (জানুয়ারি-জুন) : লেনিন তাঁর বিখ্যাত 'ইম্পেরিয়ালিজম, দ্য হাইয়েস্ট স্টেজ অফ ক্যাপিটালিজম' লেখেন।

ফেব্রুয়ারি (ফেব্রুয়ারি) : জুরিখের উদ্দেশ্যে যাত্রা।

১১-১৭ এপ্লিল (২৪-৩০) : কিন্থাল-এ দ্বিতীয় জিমারওয়ালড সম্মেলন। লেনিনের অংশগ্রহণ।

১৯১৭ : ২৭ ফেব্রুয়ারি (১২ মার্চ) জার দ্বিতীয় নিকোলাসকে সরানো হয়। অস্থায়ী সরকার (Provisional Government) রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩ এপ্রিল (১৬) : একটি সিল করা ট্রেনে জার্মানির মধ্য দিয়ে লেনিন সুইজারল্যান্ড থেকে প্রথমে ফিনল্যান্ডে এসে পৌঁছান, সেখান থেকে সন্ধেবেলা পেত্রোগ্রাদে পৌঁছান।

৪ এপ্রিল (১৭) লেনিনের বিখ্যাত 'এপ্রিল থিসিস'-এর প্রকাশ। অস্থায়ী সরকারকে গদিচ্যুত করে বলশেভিক নীতির পুনর্নির্মাণের ডাক দেন।

এপ্রিল (মে) : পেত্রোগ্রাদ শহরে RSDLP (বলশেভিক)-এর কনফারেন্স। লেনিনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

২১ মে-১ জুন (৩-১৪ জুন) : শ্রমিক এবং সৈনিকদের প্রথম সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস।

জুলাই (জুলাই) : জুলাই অভ্যুত্থান। লেনিন রচিত 'অল পাওয়ার টু দ্য সোভিয়েটস্' 'প্রাভদা'য় প্রকাশ।

জুলাই (জুলাই) : লেনিন আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। ফিনল্যান্ড-এ পালিয়ে যান।

২৬ জুলাই-৩ আগস্ট (৮-১৬ আগস্ট) : RSDLP (বলশেভিক)-এর ষষ্ঠ কংগ্রেস। আন্ডারগ্রাউন্ডে থেকে লেনিনের কংগ্রেস পরিচালনা। কংগ্রেসে লেনিনকে সর্বসম্মতিক্রমে 'অনারারি চেয়ারম্যান' হিসাবে নির্বাচিত করা হয়।

সেপ্টেম্বর (সেপ্টেম্বর) : নতুন অভ্যুত্থানের জন্য লেনিন জোর দেন।

অক্টোবরের মাঝামাঝি (অক্টোবরের শেষ) : লেনিন গোপন ফিনল্যান্ড থেকে পেত্রোগ্রাদ ফিরে আসেন। দলের মধ্যে বিরোধিতা সত্ত্বেও লেনিন অবিলম্বে চূড়ান্ত লড়াইয়ের ডাক দেন।

২৫ অক্টোবর (৭ নভেম্বর) : শ্রমিক, সৈনিক ও নাবিক কর্তৃক শীতপ্রাসাদ দখল। সোভিয়েত সরকারের প্রতিষ্ঠা। সভাপতি হন লেনিন।

১৯১৮ : ১৬ জানুয়ারি (২৯) : লেনিন কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি ভেঙে দেন।

*৩ মার্চ : ব্রেস্ট-লিটভস্ক চুক্তি জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধের অবসান ঘটায়।

১০ মার্চ : সোভিয়েত সরকার মস্কোতে স্থানান্তরিত হয়। লেনিন মস্কোতে থাকতে শুরু করেন।

৩০ আগস্ট : ফ্যানি কাপলান লেনিনকে হত্যার চেষ্টা করেন। লেনিন গুরুতর জখম হন।

১৯১৯ : ২-৬ মার্চ : তৃতীয় কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল (কমিন্টারন্) গঠিত হয়।

১৯২০ : এপ্রিল-মে : 'লেফট্ উইং কমিউনিজম—অ্যান ইনফ্যানটাইল ডিস অর্ডার' রচনা করেন।

১৯ জুলাই - ৭ আগস্ট : লেনিনের পরিচালনায় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়।

১৯২১ : ২৩ ফেব্রুয়ারি-১৭ মার্চ : সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে ক্রনস্তাত (Kronstadt) অভ্যুত্থান।

১৭ মার্চ : দশম পার্টি কংগ্রেস। 'নিউ ইকনমিক পলিসি' (NEP)-র শুরু।

১৯২২ : ২৬ মে : প্রথমবার লেনিনের স্ট্রোক।

২০ নভেম্বর : শেষবারের মতো লেনিনের জনসমক্ষে ভাষণ।

১৫ ডিসেম্বর : দ্বিতীয়বার লেনিনের স্ট্রোক।

২৪ ডিসেম্বর : পলিটব্যুরোর নির্দেশে লেনিনকে বিশ্রামে রাখা হয়।

৩০ ডিসেম্বর : ইউনিয়ন অব সোভিয়েত সোস্যালিস্ট লিপাবলিক (USSR)-এর আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা হয়।

১৯২৩ : ২ মার্চ : লেনিন তাঁর শেষ লেখা 'Better Fewer, But Better' রচনা করেন।

৯ মার্চ : তৃতীয়বার স্ট্রোক। লেনিনের কথা বলা বন্ধ হয়ে যায়।

১২ মে : গোর্কি গ্রামের একটি পার্টি স্যানিটারিয়ামে লেনিনকে স্থানান্তরিত করা হয়।

১৯২৪ : ২১ জানুয়ারি : চতুর্থবার স্ট্রোক। লেনিনের মৃত্যু।

*এটি এবং পরবর্তী তারিখগুলি নতুন ক্যালেন্ডার অনুযায়ী।

অভিযুক্ত ধৃত, হচ্ছে ঘর পোড়ার মামলাও

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৮ এপ্রিল : সুলতানপুর প্রধান হত্যাকাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত আবু হোসেন শেখ শেষ পর্যন্ত পুলিশের জালে। যার বাড়ি আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায় ১৭ এপ্রিল ভোরে। অভিযোগ উঠেছিল এই বাড়ি পরিকল্পিতভাবে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে হবে ঘর পোড়ানোরও মামলা। গত ২৪ মার্চ গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে গুলিবিদ্ধ হয়ে খুন হন সুলতানপুর পঞ্চায়েত প্রধান শুকুর আলী সেখ ও তার সঙ্গী বাপন শেখ। দুই পরিবার থেকে এই ঘটনায় ৩৭ জনের নামে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। এই মামলায় আবু হোসেন সেখকে নিয়ে আজ পর্যন্ত ১১ জন অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হল। তবে এই মামলার প্রধান অভিযুক্ত কালনা-১ নং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সাদেক সেখ এখনো অধরা। এদিন ধরা পড়া আবু হোসেনের বাড়ি কালনা থানার উৎরা গ্রামে। গতকাল ভোরে তার বাড়িতে কে বা কারা আগুন লাগিয়ে দেয়। আবু হোসেন শেখের পরিবার থেকে প্রয়াত প্রধান শুকুর আলী সেখের কয়েকজন অনুগামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়। এই ব্যাপারে কালনা থানার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ঘর পোড়ানোর কেউ অভিযোগ দিলে মামলা করা হবে।

বাধা অগ্রাহ্য করেই সেতুতে ঢালাই

—প্রথম পাতার পর

কাদিপুর গ্রামে। এই গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলা বাঁকা নদীর উপর প্রায় তিন কোটি টাকা ব্যয়ে একটি সেতু নির্মাণের কাজ শুরু করে বর্ধমান ইরিগেশন ডিভিশন। ২০১৬ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি এই সেতুটির শিল্যান্যাস করেন রাজ্যের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। সেতুটির দৈর্ঘ্য ৬৩ মিটার এবং প্রস্থ ৪.২৫ মিটার। এই সেতুর পিলারগুলি নির্মাণের পর তার উপরের ঢালাই শুরু হয় আজ। স্থানীয়দের অভিযোগ ঢালাই দিতে দিতেই মাঝ পথে লোহার রড দিয়ে বাঁধা খাঁচা বাঁকতে শুরু করে। এই দেখে স্থানীয়রা বিক্ষোভ দেখিয়ে মাঝ পথেই ঢালাই বন্ধ করে দেয়। দুদিন এই কাজ বন্ধ থাকার পর প্রভাবশালীদের অঙ্গুলি হেলনে সংশ্লিষ্ঠ ঠিকাদার পুনরায় কাজটি শুরু করে বলে অভিযোগ। এই এলাকার হাসিবুল শেখ, মকবুল আহম্মদ, দিলীপ ঘোষ, শ্যামাপদ ঘোষ প্রমুখরা জানান, বেঁকে যাওয়া কাঠামো মেরামত না করেই তার উপর দিয়ে ঢালাই করে দেওয়া হয়েছে। সে কথা স্বীকার করে নেন দায়িত্বে থাকা সেচ ও জলপথ বিভাগের এক কর্মচারিও। তিনি বলেন, আমরা কাঠামোটির বাড়তি সাবধানতা নিয়ে তবেই ঢালাই করেছি। এতে সেতুর কোনো অসুবিধা হবে না।

হাতিয়ার করেছে তৃণমূল

—প্রথম পাতার পর

প্রার্থীর বাড়ির লোকজনকে পূর্বস্থলীর আই সি থানায় তুলে নিয়ে যান। প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের উপস্থিতিতে তাদের হুমকি দিয়ে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের স্বীকৃতিপত্র আদায় করেন আই সি। একইভাবে মনোনয়ন প্রত্যাহার করানো হয়েছে মাজিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের মিসবাবপুর ও কল্যাণপুর বাম প্রার্থীদেরও। পূর্বস্থলী থানার আই সি অন্যান্য এলাকার বাম প্রার্থীদেরও গাঁজা ও অন্যান্য মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর হুমকি দিচ্ছেন বলে বাম বিধায়কের অভিযোগ।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১. ১৯৫২ সালের ১৭ এপ্রিল। ২. ১৭৮৬ সালের ১৮ এপ্রিল। ৩. ১৯৭১ সালের ১৮ এপ্রিল, বর্ধমান শহরে। ৪. ১৭৭৫ সালের ১৯ এপ্রিল। ৫. হিন্দু ল কমিটি, ১৮৩৮ সালের ২২ এপ্রিল। ৬. ১৯৭০ সালের ২২ এপ্রিল। 'প্লাস্টিক দূষণ মুক্ত পৃথিবী'। ৭. ২৩ এপ্রিল। ৮. ইংরেজ মহাকবি ও নাট্যকার উইলিয়াম সেকস্পীয়র, স্পেনের কবি ও নাট্যকার মিগুয়েল দ্য সারভেন্টস, নোবেলজয়ী সাহিত্যিক আইসল্যান্ডের ফিলজান। ৯. নাট্যকার ও কবি উইলিয়াম শেকস্পীয়র, স্পেনের কবি ও নাট্যকার মিগুয়েল দ্য সারভেন্টস, ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস ওয়ার্থ, সাহিত্যিক ও চিত্রনাট্যকার, পরিচালক সত্যজিৎ রায়। ১০. ১৯৯৩ সাল। ১১. ১৯৪৫ সালের ২৩ এপ্রিল। ১২. বিজ্ঞানী হেনরি হানস্টন, ১৯৯১ সালের ২৩ এপ্রিল।

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর আপনাকে স্বাগত জানায়
সহজে-সুলভে কাশ্মীর ভ্রমণ করুন
হিজাব পেয়িং গেস্ট হাউস
(জম্মু-কাশ্মীর সরকারের ভ্রমণ দপ্তরের নিবন্ধীকৃত সংস্থা)
কাঠি দরওয়াজা রায়নাওয়াড়ি, শ্রীনগর কাশ্মীর।
যোগাযোগ : মীর-এ-মজিদ
M -9149831839, email : aqsaarts7736@gmail.com

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
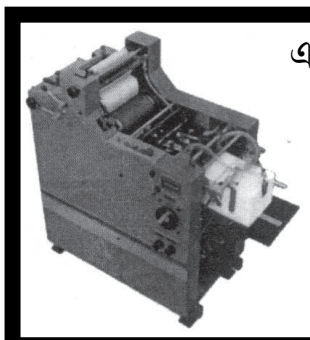
সাধনা প্রেস
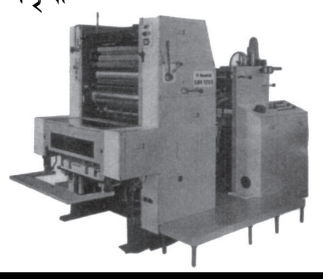
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা